ইত্তেফাক

045

তারিখ ... 5/4/84 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

সহস্র ছাত্রের ভবিষ্যৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৩ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী প্রায় এক হাজার পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত রহিয়াছে। এ সম্পর্কে স্থানীয় একটি দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এই পরীক্ষার্থীদের সকলের আসন পড়িয়াছিল ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এবং তাহারা ১৯টি কলেজের ছাত্র। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, ফল আটক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৩০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাহারা তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া পরীক্ষা দেয় নাই। অন্যদের বিরুদ্ধে নকল করা, অসদাচরণসহ বিভিন্ন অভিযোগ রহিয়াছে। প্রতিবেদনটিতে আরো জানা যায় এই পরীক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের কারণ দর্শাও নোটিসের জবাব প্রদানের দীর্ঘদিন পরও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনীত হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা অত্যন্ত গুরুতর। পরীক্ষার্থীরা তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া পরীক্ষা প্রদান করিবে ইহাই প্রত্যাশিত। অন্যদিকে পরীক্ষার হলে তাহাদের আচার-আচরণ হইবে সৎ ও মার্জিত। ইহার ব্যতিক্রম হইলে মনে করিতে হয়, পরীক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই হয় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে অথবা প্রস্তুতির দুর্বলতা কাটাইয়া উঠার জন্য বিভিন্ন প্রকার অসদুপায় ও অসদাচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জগন্নাথ কলেজ কেন্দ্রের এই পরীক্ষার্থীদের বেলায় সত্য সত্যই তাহা ঘটিয়া থাকিলে তাহাদের পক্ষে কিছু বলার নাই। আইন অনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। কিন্তু একটি বিষয় বোধহয় উল্লেখের অবকাশ আছে। তাহা হইতেছে একটি কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর পক্ষে এত ব্যাপকহারে শৃংখলা ভঙ্গ কিভাবে সম্ভব হইল? তাছাড়া, কেন্দ্রে পরীক্ষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসৃত হইলে এবং পরীক্ষা পরিচালক ও পরিদর্শকরা সম্মিলিতভাবে ইহা রোধ করিতে সচেষ্ট হইলে পরীক্ষার্থীদের অসদাচরণ এত ব্যাপক হইতে পারে না।

অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য বর্তমানে এমন এক শ্রেণীর ছাত্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে যাহাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা পিতামাতার পক্ষে তো সম্ভব হয়ই না, যে শিক্ষকরা উচ্চতর জ্ঞান, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ দ্বারা তাহাদের সমৃদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব হয় না। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর ছাত্রদের কি পরীক্ষা কেন্দ্র কি পথঘাট বিভিন্ন স্থানে অনভিপ্রেত আচরণ করিতে দেখা যায়। তবে এই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করার নয় যে, কোন ছাত্রই রাতারাতি বড় রকম অসদাচরণে লিপ্ত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রশিক্ষণ ও অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাব এবং অসৎ সংসর্গের দরুনই ইহারা বিপথগামী হয়। তবে সবচাইতে যাহা দুঃখজনক তাহা হইতেছে, শিক্ষকদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই আছেন যাঁহারা ছাত্রদের সৎপথে ও সৎ চিন্তায় প্রভাবিত করিতে সচেষ্ট হন। বরং তাঁহাদের অনেকে ছাত্রদের ছোটখাট ভুল-ত্রুটিকে শিক্ষকসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার দায়িত্বটুকু পর্যন্ত ভুলিয়া যান। আমরা জগন্নাথ কলেজ কেন্দ্রের উল্লেখিত ছাত্রদের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শৃংখলা কমিটি রহিয়াছে ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা অবহিত হওয়ার চেষ্টা করিলে আমাদের ধারণা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বিষয়টি ফয়সালা করা সম্ভব হইবে। তবে এ সমস্ত ঘটনায় নিরপরাধ লোক বা ছাত্রদের অযথা হয়রানির শিকার হওয়ার দৃষ্টান্তও কম নাই। তাই কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিবেন ইহাই কাম্য।